অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষতত্ত্ব
বা
পরম পুরুষার্থের স্বরূপ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর

ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস

ভূমিকা ঃ

শঙ্করাচার্যের নাম অদ্বৈতমতের প্রবর্তক রূপে বিশেষভাবে সকলের নিকট পরিচিত, যদিও প্রাক্-শঙ্কর যুগে এর উৎস পাওয়া যায়। শঙ্কর প্রধানতঃ বিভিন্ন উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভাষ্য ও গ্রন্থ রচনা করে তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। কারণ এই তিনটি হল বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। অদ্বৈতবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মোপলব্ধি বা মোক্ষ। এই একমাত্র চরম ও আনন্দময় অবস্থা বলে একে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মোক্ষই হল পরম পুরুষার্থ। মোক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন, কেউ বলেন, শাস্ত্রীয় জ্ঞানের মাধ্যমে, আবার কারও কারও মতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের সাহায্যে মোক্ষলাভ করা যায়। ভগবদ্গীতাতে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গের কথা বলেছেন এবং ভারতীয় দর্শনে আরো বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মানবজীবনের পরম পুরুষার্থের স্বরূপ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের মত সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং কয়েকটি সমালোচনামূলক মন্তব্য উপস্থাপিত করার চেষ্টা করবো।

পরম পুরুষার্থের (মোক্ষের) প্রকৃতি ঃ

আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি বা দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের এই ধারণাটি শ্রুতিও সমর্থন করেন, যথা, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ "যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।" (মুণ্ডক উপ. ৩/২/৯) "তরতি শোকমাত্মবিৎ" অর্থাৎ "আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখকে অতিক্রম করেন" (ছা. ৭/২/৩)। স্বর্গলোক ইত্যাদির প্রাপ্তি কিন্তু মুক্তি নয়, কারণ আমরা যে জগতে বাস করি এর মত স্বর্গও ক্ষণস্থায়ী। কর্মসম্পাদনের ফলে প্রাপ্ত এ জগৎ (ইহলোক) বা অন্যজগৎ (পরলোক) ক্ষণস্থায়ী হয়। পুণ্যময় কর্মের ফলে স্বর্গলাভ হয়। ভোগের দ্বারা কর্মের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যখনই কারও দ্বারা কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়, তখনই তাকে

Scanned with CamScanner

পুনরায় এ দুঃখময় জগতে ফিরে আসতে হয়। শ্রুতি এরকম বলেন, "তদ্‌যথা ইহ পুণ্যচিতো লোকঃক্ষীয়তে" অর্থাৎ "পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত আরামদায়ক বস্তু যেমন ব্যবহারের দ্বারা একসময় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ঠিক সেরকম কল্যাণমূলক কার্যের ফলে প্রাপ্ত অন্য জগতের সুখেরও সমাপ্তি ঘটে" (ছা. ৮/১/৬)। কিন্তু যিনি মুক্তিলাভ করেন তাঁকে আর এ জগতে ফিরে আসতে হয় না; তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছে, "ন স পুনরাবর্ততে।"

মোক্ষ স্বরূপতঃ নিত্য। 'নিত্য' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন বস্তু আছে যেগুলি পরিবর্তনশীল তবু যেহেতু সেই বস্তুগুলির অভিন্নতা বা তাদাত্ম্য সম্পর্কে আমরা কখনই অসুবিধার সম্মুখীন হই না তাই ঐ বস্তুগুলিকে নিত্য বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী, জল ইত্যাদিকে নিত্য বলা হয়। সাংখ্যদর্শনে গুণ সদা পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও নিত্য। এ প্রকার নিত্যতাকে পরিণামী নিত্যতা বলা হয়। আর এক প্রকার বস্তু আছে যারা কখনও পরিবর্তিত হয় না ; যেমন, মহাকাশ। এগুলিকে কূটস্থ-নিত্য বলা হয়। শঙ্করের মতে "মোক্ষ" সর্বপ্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। তাই এ পরিণামী নিত্য নয়, কূটস্থ নিত্য। "ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থনিত্যং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্, নিত্যতৃপ্তং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্" অর্থাৎ "মুক্তি হল অপরিণামী, মহাকাশের মত সর্বব্যাপী, সর্ববিক্রিয়ারহিত, নিরবয়ব এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব" [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য ১/১/৪ (২য় বর্ণক); বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৫৬]. মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ধর্ম ও অধর্মের ফলের কোন স্থান নেই। মোক্ষ হল স্বয়ং জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ চৈতন্য যা শাশ্বত এবং ব্রহ্ম বিনা আর কিছুই নয়। "যত্র ধর্মাধর্মৌ সহ কার্যেন কালত্রয়ং চ ন উপবর্তেতে, তদ্ এতৎ অশরীরত্বং মোক্ষাখ্যম্" [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪ (২য় বর্ণক); বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৫৬]।

অদ্বৈত মতে মোক্ষ হল শরীরবিহীন অবস্থা যা কোনরকম কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। কারণ জাগতিক কর্মের সুখ ও দুঃখরূপ ফল আছে, এবং এই কর্মফল শরীরের দ্বারা অর্থাৎ বদ্ধাবস্থাতেই ভোগ করা হয়। অশরীরত্ব হল জীবাত্মার শাশ্বত স্বরূপ। "অত এব অনুষ্ঠেয় কর্মফলবিলক্ষণম্ মোক্ষ্যাখ্যম্ অশরীরত্বং নিত্যং ইতি সিদ্ধম্।" [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪ (২য় বর্ণক), বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৫৬]। আত্মা যে শরীরবিহীন তা উপনিষদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে (কঠ. ১/২/২২)।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে যেহেতু মোক্ষ ও ব্রহ্ম একই, তাই মোক্ষের কোন আদি বা অন্ত নেই। কারণ যদি এর আদি থাকে তবে এ কোন উৎপন্ন [illegible] হবে এবং তার অন্তও থাকবে যেহেতু প্রত্যেক বস্তু যার আদি থাকে তার অন্তও থাকে। এরকম ক্ষেত্রে কোন এক সময় মুক্ত ব্যক্তির মুক্ত অবস্থার [illegible] শেষ হয়ে যাবে এবং তাঁকে আবার এ জগতে ফিরে আসতে হবে। এ [illegible] নয়। এর বিরুদ্ধবাদী বলবেন যে মোক্ষের যদি আদি না থাকে তবে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনের প্রতি কারও কোন উৎসাহ থাকবে না কারণ প্রত্যেকে ইতিপূর্বেই মুক্ত হয়ে আছে। এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে যদিও মুক্তি বা ব্রহ্ম বা প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত, তবুও সাধারণ লোক তারা নিজেরা মুক্ত নয়—এরকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ভ্রমের নিবৃত্তি—যা ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয় তা [illegible] হয়ে থাকে। তাই মোক্ষ হল প্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তের নিবৃত্তি ([illegible])। [[illegible] ব্রহ্মস্বরূপস্য [illegible] প্রত্যুক্তম্। [illegible] —[illegible], স্বামী [illegible] সম্পাদিত, পৃ. ২০৪।]

[illegible] অনেক সময় কোন ব্যক্তি তার [illegible] তা হারিয়ে গিয়েছে এরকম [illegible] তার অনুসন্ধান করে এবং যখন অন্য কোন ব্যক্তি তাকে তা নির্দেশ করে তখন প্রথম ব্যক্তি তার ভুল সম্পর্কে অবহিত হয়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির এমন বস্তুর জ্ঞান হল যা আগে থেকেই তার [illegible] এবং যা আদৌ হারায় নি। একইভাবে কোন ব্যক্তি [illegible] সাপ বলে ভুল করতে পারে। যখন অন্য কোন ব্যক্তি তাকে বলে যে এ সাপ নয়, মালা—তখন ঐ ব্যক্তি সাপের ভয় থেকে মুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির [illegible] সাপের অভাব ছিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন ছিল না। ঠিক একই ভাবে, আনন্দের প্রাপ্তি যদিও তা ইতিপূর্বেই প্রাপ্ত আছে [illegible] নিবৃত্তি যদিও তার পূর্বেই নিবৃত্তি আছে [illegible] আনন্দের প্রাপ্তি বা দুঃখের নিবৃত্তি হয়েছে।

মোক্ষ কোন প্রকার পুণ্যের ফল নয়, যা শাস্ত্রীয় [illegible] শাস্ত্রীয় জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া কিছুই না। [illegible] প্রদীপ যে রকম অন্ধকার দূর করে, সেরকম ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানের অবিদ্যা দূর করে। এ মুক্তি হল [illegible] ব্যাপার। এটা পূজা, উপাসনা ইত্যাদির মত [illegible] নয়। [illegible]